53

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 MAY 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম 2

ছাত্র ঐক্যের মিছিলে পুলিশের লাঠি চার্জ, শতাধিক আহত

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাওসহ ৩ দিনের কর্মসূচি

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় অভিমুখে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের মিছিলে গতকাল সোমবার পুলিশ তাদের উপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। পুলিশের এ হামলায় শতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়েছে। ছাত্রীরাও পুলিশের হাত থেকে রেহাই পায়নি। আহতদের মধ্যে ৪২ জনকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনার পর বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দসহ ছাত্রছাত্রী আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান।

এ ঘটনার পর দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দল এবং সংগঠন নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এছাড়া গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাওসহ ৩দিনব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

এর আগে এ ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রঐক্য নেতা-কর্মীরা প্রায় দেড় ঘন্টা ভিআইপি সড়কটি অবরোধ করে রাখে।

ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার প্রতিবাদ, দলনির্বিশেষে সন্ত্রাসীদের তালিকা প্রকাশ, গ্রেফতার ও অস্ত্র উদ্ধার এবং সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দানকারী সংগঠনসমূহকে বর্জন করার দাবিতে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী গতকাল দুপুর ১টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন থেকে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য মিছিল শুরু করে। মিছিলটি সার্ক ফোয়ারার কাছে এলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। নেতৃবৃন্দের সাথে পুলিশের কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে পুলিশ মিছিলটি ঘিরে ফেলে এবং বেধড়ক লাঠিচার্জ শুরু করে। পুলিশ প্রায় ১৫/২০ মিনিট ধরে তাদের উপর লাঠিচার্জ করে। এতে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পুলিশের এ হামলা হতে মিছিলকারী ছাত্রীরাও রেহাই পায়নি। লাঠিচার্জের এক পর্যায়ে পুলিশ ১৪ জন নেতা-কর্মীকে আটক করে। তখন নেতা-কর্মীরা ভিআইপি সড়কটি অবরোধ করে রাখে এবং জানায় যতক্ষণ আটককৃত নেতা-কর্মীদের মুক্তি দেয়া না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ করে রাখা হবে। এতে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রায় দেড় ঘন্টা পর আটককৃত নেতা-কর্মীদের ছেড়ে দিলে ৩টার দিকে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিরে আসে। ক্যাম্পাসে ফিরে বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীদের ডাকসু ভবনের সামনে পুলিশের সাথে সাময়িক সংঘর্ষ হয়। পরে পরিস্থিতি শান্ত হয়। আহতদের মধ্যে

মিছিল ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

মিছিল ঃ লাঠিচার্জ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ১৭ জন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ৩০ জন ও বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রীর ৭ জনের নাম জানা গেছে।

ছাত্রমৈত্রী সভাপতি জিয়াউল হক জিয়া, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট সভাপতি নুরুল ইসলামের অবস্থা গুরুতর। এছাড়া আহত ছাত্রফ্রন্ট নেতাকর্মীরা হচ্ছে- দিপু, রকিবুল হাসান, বেবী, যুধিষ্ঠির, কামাল, দেলোয়ার, শাহীন, স্বাতী, পলি, এ্যানি, আরিফ, জাফর, জাহিদ, কবির, আনোয়ার, শাবিব, সবুজ, মাসুম, রোকন, ফিরোজ, সুজিত রায়, শাহীন, শেফালী, মনোয়ার ও শিপলু। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের আহতরা হচ্ছে হাসান হাফিজুর রহমান সোহেল, সুলতান মাহমুদ, অরুণ কুমার সাহা, মুসফিকুর রহমান, সোহেল পারভেজ, দেলোয়ার হোসেন রুবেল, ফারুক হাসান জুয়েল, পংকজ রায়, সঞ্জীব রায়, বিশ্বজিত দাস, মিরানা রহমান, অনিন্দ্য রহমান, হ্যাপি, লুনা, আসাদুজ্জামান মাসুম, সাজেদুল হক রুবেল, সুব্রত সরকার শুভ্র, কেশব শীল প্রমুখ। বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রীর আহতরা হচ্ছে সভাপতি জিয়াউল হক জিয়া, শহীদুল ইসলাম শহীদ, আবু হাসান টিপু, গোলাম মোস্তফা, আলম সাইফুল ইলিয়াস মোল্লা, নবী হোসেন স্বপন প্রমুখ। আহতদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ৩২নং ওয়ার্ডের অবস্থা করুণ হয়ে উঠে। নেতা-কর্মীদের আর্তচিৎকার শোনা যায়। আহতদের দেখতে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অধ্যাপক এ, কে, আজাদ চৌধুরী, ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন হল থেকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা হাসপাতালে যান।

এ ঘটনায় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য মধুর ক্যান্টিনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সাংবাদিক সম্মেলনে তারা পুলিশের হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। একই সাথে তারা আজ মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল; আগামীকাল সারাদেশে বিক্ষোভ মিছিল এবং আগামী ২১শে মে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান সোহেল, মিজানুর রহমান পলাশ, ইমাম গাজ্জালী, দীপংকর সাহা দীপু, সাব্বা আলী খান, রুস্তম আলী খোকন, আশরাফ সেবু প্রমুখ। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের মিছিলে পুলিশের হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক দল ও সংগঠন। এর মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি সহিদুল্লাহ চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি আ· স· ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু প্রমুখ।

বাম গতান্ত্রিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের এক সভায় এ ঘটনার নিন্দা জানানো হয়। কমরেড খালেকুজ্জামানের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন, রাশেদ খান মেনন, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বিমল বিশ্বাস, নির্মল সেন, দিলীপ বড়ুয়া, আবদুল্লাহ সরকার প্রমুখ।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল তাৎক্ষণিক এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন হাবীব উন-নবী সোহেল, মনোয়ার হোসেন রানা, কাজী রফিক, মনির হোসেন প্রমুখ। এছাড়া জাসদ ছাত্রলীগ, বাসদ ছাত্রলীগ, জাতীয় ছাত্রদল, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রী, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী, ছাত্রঐক্য ফোরাম, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নও পুলিশের হামলার নিন্দা জানিয়েছে।